শিক্ষার্থী ও অভিভাবকর

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

বছরের দেড় মাস চলে গেলেও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখনও পাঠ্যবই হাতে পায়নি। বইয়ের অভাবে স্কুলগুলোতে ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না। পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির সুরাহা না হতেই সামনে আসছে শিক্ষকদের লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচি। এ অবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। বছরের শুরুতেই দীর্ঘ পাঠ বিরতিতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবক মহলে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এ মাসের শেষ ভাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট ডেকেছে শিক্ষকরা। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে শিক্ষক সংগঠনগুলো এ কর্মসূচি দিয়েছে। দাবি মানা না হলে রয়েছে লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচি ও আমরণ অনশন। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট শুরু হচ্ছে। এদিন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ধর্মঘট পালন করবে। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারির শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ডাকা ধর্মঘটে তারা সমর্থন জানিয়েছে। দাবি মানা না হলে তারা ১ মার্চ থেকে লাগাতার ধর্মঘট পালন করবে এবং আসন্ন এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা বর্জন করবে। তাদের এ কর্মসূচি শুরু হবে ২১ ফেব্রুয়ারি কালোব্যাজ ধারণের মধ্য দিয়ে। বেতনের পুরোভাগ সরকারিভাবে প্রদান, কর্মচারীদের চাকরিবিধিসহ ৬ দফা দাবি আদায়

বই সংকট কাটেনি : আসছে শিক্ষক ধ

ও ৯ দফা শিক্ষক স্বার্থবিরোধী সমঝোতা চুক্তি বাতিলের দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট দেশের সব স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় ধর্মঘট পালন করবে। মিছিল-সমাবেশের কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায় না হলে ১৬ এপ্রিল তারা ঢাকায় মহাঅবস্থান নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করবে। আন্দোলনকে সফল করতে ৪৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়ে

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আন্দোলনে নে

বৃদ্ধিসহ ১৫ দফা দাবি বাস্তবায়নের

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ১ এপ্রিল থে

কর্মবিরতি পালন করবে। অন্যান্য ক

পর ১৫ এপ্রিল তারা কঠোর আন্দো

প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়কর

সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দো

দিয়েছে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক

এপ্রিলের মধ্যে দাবি মানা না হ

আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে

নেতৃবৃন্দ। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প

শিক্ষার্থী : উৎকণ্ঠা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। আন্দোলনরত শিক্ষকদের একটি দাবি ছিল তৃতীয় বিভাগে ডিগ্রিধারীদের শিক্ষক নিয়োগ বহাল রাখা। ৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে গত বছরের ২৪ আগস্টের আগে নিয়োগকৃত এ ধরনের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণের সুযোগ করে দেয়। আন্দোলনকারীরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তা তাদের আন্দোলন কর্মসূচিতে কোন পরিবর্তন করেনি।

ক্তিযোদ্ধা

একটি

সামবার

জানতে

যাদ্ধারা

র তিনি

নৈতিক

রছেন।

চনাটি

কোথায়

নপি যে

ই তাঁরা

জেদের

জয়াউর

এক কথায় একে শুধু ধর্মী

বলেই অভিহিত করা

হচ্ছেন যারা বলেন 'আমর

আফগান'। এরাই ফতোয়

সৃষ্টি করছেন ধর্মীয় আ

চারদলীয় কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রাতি

ছোটটি সামনে এসে গেছে

রাজনীতির বিশেষত্ব এবং

রয়েছে বৃহত্তম বিরোধী দ

বর্তমান রূপটি নিয়ে আ

দলটির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব

হচ্ছে।

জোটের প্রথম ও দ্বিতীয় প্র